অশ্বিনী কুমার উপাধ্যায়

বনাম

ভারতীয় ইউনিয়ন এবং আরেকজন

(২০১৮ সালের রিট পিটিশন (দেওয়ানি) নং ৯৫)

সেপ্টেম্বর ২৫,২০১৮

[দীপক মিশ্রা, প্রধান বিচারপতি, এ. এম. খানউইলকার এবং ড. ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান-অনুচ্ছেদ ৩২-সংসদ বা রাজ্য বিধানসভা/পরিষদের সদস্য থাকাকালীন সময়ে আইনপ্রণেতাদের (এমপি/বিধায়ক/এমএলসি) আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে বিরত রাখার জন্য রিট/ নির্দেশনা জারি করার জন্য রিট আবেদন - আবেদনকারীর আবেদন যে ধারা ৪৯, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার বিধি অনুসারে আইনজীবীদের অন্যান্য চাকরি গ্রহণের উপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে - স্থগিত: বিধি ৪৯ প্রযোজ্য যেখানে একজন আইনজীবী কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হন - আইনপ্রণেতাদের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না, নির্দিষ্ট সত্তার তো দূরের কথা - আইনপ্রণেতাদের মর্যাদা হল সংসদের (সংসদ/রাজ্য বিধানসভা) সদস্যের সমান - শুধুমাত্র বেতন বা বিভিন্ন ভাতা গ্রহণ করলেই সরকার এবং আইন প্রণেতাদের মধ্যে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর সম্পর্ক তৈরি হয় না, যদিও তাদের বেতনের নামে প্রাপ্ত অর্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে - প্রকৃতপক্ষে, আইন প্রণেতাদের সরকারি কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে তাদের মর্যাদা স্ব-সাধারণ এবং অবশ্যই কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় - অতএব, বিধি ৪৯ আইন প্রণেতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না - ১৯৬১ সালের আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিতে অন্য কোনও স্পষ্ট বিধান নেই যা থেকে বোঝা যায় যে এমপি/বিধায়ক/এমএলসিদের উপর আইনজীবী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে - এই বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকায়, সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে তাদের এমপি/এমএলএ/এমএলসি থাকাকালীন অনুশীলন থেকে বিরত রাখার সুযোগ নেই - অধিকন্তু, ভারতের বার কাউন্সিলের দায়িত্ব যথাযথভাবে বিধিনিষেধ আরোপের জন্য বিধি প্রণয়ন করা - আজ অবধি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে বিরত রাখার জন্য কোনও বিধি প্রণয়ন করা হয়নি - অন্যদিকে, বার কাউন্সিল কর্তৃক একটি দ্ব্যর্থহীন অবস্থান

গ্রহণ করেছে যে আইন প্রণেতা হওয়া আইন অনুশীলনের অযোগ্যতা নয় - যোগ্যতা ছাড়াই রিট পিটিশনে দাবি করা ত্রাণ - সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন আইন, ১৯৫৪ - অ্যাডভোকেটস আইন, ১৯৬১ - ধারা ১৬ এবং ৪৯ - বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিধিমালা - খণ্ড VI- অধ্যায় II - ধারা VII - বিধি ৪৯।

রিট আবেদন খারিজ করে, আদালত

স্থির করে: ১.১। বিধি ৪৯, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিধি প্রযোজ্য যেখানে কোনও আইনজীবী কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী। নিঃসন্দেহে, বিধায়কদের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে চিহ্নিত বা চিহ্নিত করা যায় না, নির্দিষ্ট সত্তার তুলনায় অনেক কম। কারণ, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর কোনও সম্পর্ক নেই। বিধায়কদের (সাংসদ/বিধায়ক/এম. এল. সি) মর্যাদা হাউসের (সংসদ/রাজ্য বিধানসভা) সদস্যের। সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা ও পেনশন আইন, ১৯৫৪ বা উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন ভাতার আওতায় বেতন পাওয়ার ফলে সরকার ও বিধায়কদের মধ্যে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক তৈরি হয় না, যদিও বেতনের নামে তাদের প্রাপ্ত অর্থের বিবরণ দেওয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে, বিধায়কদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে তাদের মর্যাদা সুই জেনেরিস এবং অবশ্যই কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে একজন নয়। এমনকি সাধারণ ধারা আইনে "ব্যক্তি" শব্দটির বিস্তৃত সংজ্ঞাও কোনও কাজে আসবে না। "কর্মসংস্থান" শব্দটি একটি বিস্তৃত অভিব্যক্তি হতে পারে তবে সাংবিধানিক পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করে, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসাবে বিধায়করা সংসদ/বিধানসভা বা কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে একটি আসন দখল করেন তবে পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীদের চাকরিতে বা সেই বিষয়ে নন। যতক্ষণ না হাউসটি ভেঙে দেওয়া হয় ততক্ষণ তারা একটি বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত থাকে। হাউসের স্পিকার দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা বা বিশেষাধিকার ব্যবস্থা শুরু করার অর্থ এই নয় যে তাদের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একইভাবে, হাউসের কাজ পরিচালনার জন্য বিধায়কদের অংশগ্রহণ, কোনও মানদণ্ডে কোনও নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত পরিষেবা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। একজন বিধায়ক হওয়া বন্ধ করে দেয়, কেবল তখনই যখন সভাটি ভেঙে দেওয়া হয় বা যদি সে বিধায়ক হিসাবে থাকার অযোগ্যতার কারণে পদত্যাগ করে বা আসনটি খালি করে দেয়। কোনও মানদণ্ডে,

অতএব, সামগ্রিকভাবে বিধি ৪৯ আহ্বান করা যেতে পারে এবং বিধায়কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।[অনুচ্ছেদ ১৪][১০৯ – ই – এইচ ; ১১০ – এ – সি]

১.২। ১৯৬১ সালের অ্যাডভোকেটস অ্যাক্ট বা এর অধীনে প্রণীত বিধিমালায় অন্য কোনও স্পষ্ট বিধান নেই যা দূর থেকেও ইঙ্গিত করে যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, অর্থাৎ এমপি/এমএলএ/এমএলসিদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার উপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকলে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এমপি/এমএলএ/এমএলসি থাকাকালীন সময়ে তাদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে নিষিদ্ধ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। বিধি ৪৯ বাতিল করাও সম্ভব নয় এই কারণে যে, উল্লেখিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের তার নির্বাচন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সমান বা অসমদের মধ্যে সমানভাবে আচরণ করা বৈষম্যের মামলা নয়। ভারতের বার কাউন্সিলের দায়িত্ব হল যথাযথভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য বিধি তৈরি করা। আজ পর্যন্ত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে সীমাবদ্ধ করার জন্য কোনও বিধি তৈরি করা হয়নি। অন্যদিকে, বার কাউন্সিল কর্তৃক একটি দ্ব্যর্থহীন অবস্থান নেওয়া হয়েছে যে আইন প্রণেতা হওয়া আইন প্রণেতা হিসেবে আইন অনুশীলনের অযোগ্যতা নয়।[অনুচ্ছেদ ১৫][১১০ – ডি – এফ]

১.৩। আইন প্রণেতারা (এমপি/এমএলএ/এমএলসি) একটি অনন্য পদ দখল করেন। তারা নিযুক্ত হন না বরং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সংসদে আসন গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল কর্তৃক তাদের শপথ গ্রহণ করতে হয়, তার অর্থ এই নয় যে তারা রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন, যেমন প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে হয়। সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে সংসদের যেকোনো কক্ষের প্রতিটি সদস্য, আসন গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতি বা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সামনে তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত ফর্ম অনুসারে শপথ গ্রহণ এবং ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করবেন। শপথের ফর্মটি ইঙ্গিত দেয় না যে সদস্যকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পরিস্থিতিতেই আইন প্রণেতারা তার আসন ত্যাগ করেন। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে সংসদের যেকোনো কক্ষের নির্বাচিত হওয়ার এবং সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্যতার বিধান রয়েছে। আইন প্রণেতাদের ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১০৫ তাদের ক্ষমতা এবং

সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে, ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে ৭৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বিধান করে। সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে, বিধায়করা একত্রিত তহবিল থেকে বেতন এবং ভাতা গ্রহণ করেন, এই বিষয়টি সরকারের পূর্ণ-সময়ের বেতনভোগী কর্মচারী (কর্মচারীদের) সাথে সম্পর্ক তৈরি করে না। বিধায়করা একত্রিত তহবিল থেকে বেতন, ভাতা বা পেনশনের আকারে অর্থ পান, তা তাদের আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে বাধা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, নির্দিষ্ট সত্তার পূর্ণ-সময়ের বেতনভোগী কর্মচারী না হওয়া পর্যন্ত। তারা কেবলমাত্র সেই আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী সংসদের সদস্য (সদস্য) হিসেবেই থাকবেন যেখান থেকে তারা নির্বাচিত হয়েছেন যতক্ষণ না সংসদ ভেঙে যায় অথবা যদি তিনি পদত্যাগ করেন, এমনকি আইন দ্বারা নির্ধারিত অযোগ্যতার কারণে আসনটি খালি করেন।[অনুচ্চছেদ ১৭][১১১ – ই – এইছ; ১১২ – এ – ডি]

১.৪। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আইনজীবী একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে, এর অর্থ এই নয় যে তিনি পেশাগত অসদাচরণের সাথে জড়িত। এই তথ্যটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন এবং প্রমাণ করতে হবে। একইভাবে, সাংবিধানিক আদালতের বিচারক (বিচারকদের) বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব আনার জন্য আইন প্রণেতাদের (এমপিদের) ক্ষমতা প্রদানের ফলে স্বার্থের সংঘাত বা সাংবিধানিক নৈতিকতা বা প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতার উপর প্রভাব ফেলার ঘটনা ঘটে না। আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক আরোপিত কোনও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছাড়া, আবেদনকারীর দাবি অনুসারে ত্রাণ গ্রহণ করা যাবে না। ১৯৬১ সালের আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধানগুলি, সংশ্লিষ্ট সময়কালে আইন প্রণেতাদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন করার উপর কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করে না। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রণীত সবচেয়ে নিকটতম বিধি হল বিধি ৪৯, যা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ তারা কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, সরকার, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীর শ্রেণীতে পড়ে না। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সময়কালে আইন প্রণেতাদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে নিষিদ্ধ বা সীমাবদ্ধ

করার কোনও স্পষ্ট বিধান নেই, তাই অনুরোধ করা হয়েছে যে, আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে তাদের নিষিদ্ধ করার জন্য প্রার্থিত ত্রাণ প্রদানের প্রশ্নটিও গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি বিধি ৪৯ কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার বিকল্প ত্রাণও এই আদালতের কাছে প্রশংসনীয় নয়। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া স্পষ্টভাবে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে আইন প্রণেতাদের উপর এই ধরনের কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। এই রিট আবেদনে দাবি করা ত্রাণগুলি যুক্তিসঙ্গত নয়।[অনুচ্ছেদ ১৯ – ২০][১১৬ – জি; ১১৭ – এ , সি ডি – এফ]

কল্পনা মেহতা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০১৮) ৭ এস. সি. সি ১-এর উপর নির্ভরশীল।

এম করুণানিধি বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং আরেকজন (১৯৭৯) ৩ এস. সি. সি. ৪৩১: [১৯৭৯] ৩ এস. সি. আর. ২৫৪; ডঃ হানিরাজ এল. চুলানি বনাম মহারাষ্ট্র ও গোয়ার বার কাউন্সিল (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি. ৩৪২: [১৯৯৬] ১ সম্পূরক এস. সি. আর. ৫১; সুষমা সুরি বনাম দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল সরকার এবং আরেকজন (১৯৯৯) ১ এস. সি. সি. ৩৩০: [১৯৯৮] ২ সম্পূরক এস. সি. আর. ১৮৭; সতীশ কুমার শর্মা বনাম এইচ. পি-এর বার কাউন্সিল (২০০১) ২ এস. সি. সি. ৩৬৫: [২০০১] ১ এস. সি. আর. ৩৪; মাধব এম. ভোকরিকর বনাম আইনি প্রতিনিধির দ্বারা গণেশ এম. ভোকরিকর (মৃত) (২০০৪) ৩ এস. সি. সি. ৬০৭: [২০০৪] ২ এস. সি. আর. ১১২২; মনোজ নারুলা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন (২০১৪) ৯ এস. সি. সি ১: [২০১৪] ১১ এস. সি. আর ৭১২; দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল সরকার বনাম ভারত সরকার এবং অন্যান্যরা ২০১৮ (৮) স্কেল ৭২; কৃষ্ণমূর্তি বনাম শিবকুমার এবং অন্যান্যরা (২০১৫) ৩ এস. সি. সি ৪৬৭: [২০১৫] ৪ এস. সি. আর ৯৮৭- উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[১৯৭৯] ৩ এস সি আর ২৫৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[১৯৯৬] ১ সম্পূরক এস সি আর ৫১	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[১৯৯৮] ২ সম্পূরক এস সি আর ১৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[২০০১] ১ এস সি আর ৩৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[২০০৪] ২ এস সি আর ১১২২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫
[২০১৪] ১১ এস সি আর ৭১২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
২০১৮ (৮) স্কেল ৭২	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০১৫] ৪ এস সি আর ৯৮৭	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
(২০১৮) ৭ এস সি সি ১	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের রিট আবেদন (দেওয়ানি) নং ৯৫

ভারতীয় সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে।

কে কে ভেনুগোপাল, এজি, শেখর নাফড়ে, ভি শেখর, ভি কে শুক্লা, প্রবীণ আইনজীবী, আর ডি উপাধ্যায়, শুভেন্দু আনন্দ, শ্রীমতী অনিল কাটিয়ার, সুশ্রী হরি প্রিয়া, নচিকেতা যোশী, এস এন ভাট, শশাঙ্ক শেখর, যতীন রাজপুত, পৃথ্বীরাজ সিং, অশ্বিনী কুমার দুবে, ডাঃ আশুতোষ গর্গ, অবিনাশ কে আর জৈন, ওমপ্রকাশ পরিহার, জামশেদ মিস্ত্রি, দুষ্যন্ত তিওয়ারি, সঞ্জয় কুমার পাঠক, সুশ্রী শশী পাঠক, অরবিন্দ কুমার ত্রিপাঠি, অখিলেন্দ্র সিং, এম এ চিন্নাস্বামী, সুশ্রী অনুজা কাপুর, উপস্থিত পক্ষগুলির আইনজীবীরা।

সঞ্জীব ভাটনগর (ব্যক্তিগত আবেদনকারী),

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

এ.এম. খানউইলকার, বিচারপতি ১। জনস্বার্থ মামলা হিসেবে ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে দায়ের করা এই রিট পিটিশনের মাধ্যমে, আবেদনকারী বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া রুলসের (সংক্ষেপে, 'বিধি') অংশ-৬ এর চেতনায় আইন প্রণেতাদের আইনজীবী হিসেবে (সংসদ বা রাজ্য বিধানসভা/পরিষদের সদস্য থাকাকালীন) অনুশীলন থেকে বিরত রাখার জন্য একটি রিট অফ ম্যান্ডামাস বা নির্দেশ জারি করার জন্য আবেদন করছেন, অথবা, বিকল্পভাবে, ঘোষণা করুন যে বিধির ৪৯ নম্বর বিধি স্বেচ্ছাচারী এবং সংবিধানের লঙ্ঘনকারী এবং সমস্ত সরকারি কর্মচারীকে আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন করার অনুমতি দেয়। এই রিট পিটিশনের বিচারাধীন থাকাকালীন, বর্তমান রিট পিটিশনে দাবি করা ত্রাণকে সমর্থন করে বিভিন্ন নেতা একাধিক অন্তর্বর্তীকালীন আবেদন দাখিল করেছেন।

২. আবেদনকারীর মতে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনগণের সেবা করার জন্য সাংবিধানিক শপথ গ্রহণ করেন এবং জনসাধারণের স্বার্থে পূর্ণকালীন কাজ করার কথা। তারা তাদের বেতনও 'সমন্বিত তহবিল' থেকে নেন। সরকারি কর্মচারী হিসেবে তাদের আইনজীবী হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। কারণ, যদি তাদের আইন অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের ব্যক্তিগত ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে ফি নেবেন এবং একই সাথে, 'সরকারি কোষাগার থেকে বেতনও নেবেন, যা পেশাদার অসদাচরণের চেয়ে কম কিছু হবে না। এটি জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে অনেক আইনপ্রণেতা বিভিন্ন আদালতে সক্রিয়ভাবে আইনজীবী হিসেবে কাজ করছেন। এই প্রক্রিয়ায়, তারা সংসদ সদস্য/বিধানসভার সদস্য/বিধানসভার সদস্য (সংক্ষেপে, "এমপি/বিধায়ক/এমএলসি") হিসেবে তাদের পদের অপব্যবহার করেন, যেমনটি জনসাধারণ মনে করে। অধিকন্তু, তারা সর্বদা টেলিভিশনে বিধি িত

উপস্থিত হন এবং মিডিয়াতে সাক্ষাৎকার দেন, যা বিজ্ঞাপনেও অন্তর্ভুক্ত। আইন পেশাকে একটি মহৎ পূর্ণকালীন পেশা হিসেবে বিবেচনা করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। ফলস্বরূপ, আইন প্রণেতাদের দুটি পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালনের অনুমতি দেওয়া যাবে না - একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং একজন আইনজীবী হিসেবে। যদি তারা তা করেন, তাহলে তারা দুটি দায়িত্বের একটির প্রতি অসাবধান হয়ে পড়বেন এবং একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্বার্থের সংঘাতের জন্য দোষী হবেন যা পেশাদার অসদাচরণের সমান। আবেদনকারী স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টিকে সমর্থন করার জন্য একাধিক উদাহরণ দিয়েছেন।

৩. এইভাবে অনুরোধ করা হয় যে, বিধায়কদের অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হলে তাঁদের পেশাদার অসদাচরণের মতো স্বার্থের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কারণ তাঁরা সংসদ/রাজ্য আইনসভার প্রজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে আইনজীবী হিসাবে তাদের ক্ষমতায় উপস্থিত হতে পারেন। এটা সম্ভব যে, সংসদ/রাজ্য আইনসভায় উল্লিখিত আইনটি পাস করার জন্য বিলটি পেশ করার সময় তাঁরা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা হয় আদালতের সামনে একই অবস্থান নিতে পারেন বা এমনকি আইনজীবী হিসাবে তাঁদের ভূমিকায় সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই, এটি স্বার্থের দ্বন্দ্বের একটি গুরুতর বিষয় হবে।

৪। বিশেষ করে বিধিমালার ৪৯ নম্বর বিধির উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আইনজীবীদের অন্য চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটিও জোর দেওয়া হচ্ছে যে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়া, আইন প্রণেতা এবং আইন প্রণেতা হিসেবে তার কর্তব্যের স্বভাব অনুসারে, এটি একটি পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান, এবং তাদের প্রদত্ত বেতন সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন আইন, ১৯৫৪ (সংক্ষেপে, '১৯৫৪ সালের আইন') এর অধীনে। একইভাবে, ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রধানের জন্য প্রণীত বিধি অনুসারে ভাতা প্রদান করা হয় (যেমন ভ্রমণ ও দৈনিক ভাতা বিধি, ১৯৫৭; আবাসন ও টেলিফোন সুবিধা বিধি, ১৯৫৬; চিকিৎসা সুবিধা বিধি, ১৯৫৯; বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভাতা বিধি, ১৯৬০; নির্বাচনী ভাতা বিধি, ১৯৮৬; পরিবহন ক্রয়ের জন্য অগ্রিম বিধি, ১৯৮৬; এবং অফিস ব্যয় ভাতা বিধি, ১৯৮৬)। তাদের প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচনী এলাকার প্রতি বাধ্যবাধকতা বিবেচনা করে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা জনসাধারণের স্বার্থে পূর্ণকালীন কাজ করতে বাধ্য এবং এই কারণে তাদের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না এবং বাস্তবসম্মতও হবে না, যাদের তাদের পেশার প্রতি পূর্ণ-সময়ের মনোযোগ দিতে হবে। ফলস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট সময়কালে আইন প্রণেতাদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৫। উপরে উল্লিখিত যুক্তিগুলিকে সমর্থন করার জন্য, এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করা হয় এম করুণানিধি বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[১], ডঃ হানিরাজ এল চুলানি বনাম বার কাউন্সিল অফ মহারাষ্ট্র ও গোয়া[২], সুষমা সুরি বনাম দিল্লির জাতীয় রাজধানী অঞ্চল সরকার এবং আরেকজন[৩], সতীশ কুমার শর্মা বনাম বার কাউন্সিল অফ এইচ. পি[৪] এবং মাধব এম. ভোকরিকর বনাম আইনি প্রতিনিধির দ্বারা গণেশ এম. ভোকরিকর (মৃত)[৫]।

৬। এই আবেদনের বিরোধিতা করা হচ্ছে এই যুক্তিতে যে আবেদনকারীর দাবি করা মূল ত্রাণ হল, এই আদালতকে এই আহ্বান জানানোর জন্য যে, নির্দিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক যদি তারা সংসদ/বিধানসভায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাদের নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করার সময় আদালতে আইনজীবী হিসেবে কাজ করতে না পারেন। এটি জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, সংসদ সদস্য/বিধায়ক/এমএলসি এবং সরকারের মধ্যে কর্মচারী এবং নিয়োগকর্তার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না, কারণ তারা সংসদ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য ১৯৫৪ সালের আইন বা আইনসভা/পরিষদের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য অনুরূপ আইন অনুসারে বেতন, ভাতা এবং পেনশন পান। সমন্বিত তহবিল থেকে আইন প্রণেতাদের প্রাপ্ত বেতনের পরিমাণ সরকার এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মধ্যে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর সম্পর্ক তৈরি করে না। অধিকন্তু, একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে, ব্যক্তিটি সরকারের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হওয়া তো দূরের কথা, ব্যবসা, ব্যবসা বা পেশায় নিযুক্ত নন। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, বর্তমান ফর্মে বর্ণিত অন্যান্য কর্মসংস্থানের উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত বিধানের কোনও প্রয়োগ নেই।

৭। অন্য কথায়, বর্তমানে, ১৯৬১ সালের অ্যাডভোকেটস অ্যাক্ট বা এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে কোনও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই, যেমন বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, যেমন অংশ VI, অধ্যায় II-তে উল্লিখিত বিধিমালায় আইনজীবীদের উপর বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণকারী, বিশেষ করে এর ধারা VII-তে 'অন্যান্য কর্মসংস্থানের ধারা' শিরোনামে। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এই রিট পিটিশনের প্রতিক্রিয়া দাখিল করেছে এবং ৩১শে মার্চ, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত তার সাধারণ পরিষদের সভার রেকর্ড মিনিটস রেকর্ডে স্থাপিত করেছে ২০১৮ সালের আইটেম নং ১৪২০। বার কাউন্সিল

১ (১৯৭৯) ৩ এস সি সি ৪৩১

২ (১৯৯৬) ৩ এস সি সি ৩৪২

৩ (১৯৯৯) ১ এস সি সি ৩৩০

৪ (২০০১) ২ এস সি সি ৩৬৫

৫ (২০০৪) ৩ এস সি সি ৬০৭

বর্তমান রিট পিটিশনে উত্থাপিত প্রশ্নটি পরীক্ষা করার জন্য একটি উপ-কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। উপ-কমিটির বিবেচনাধীন মতামত ছিল যে আইন প্রণেতাদের আইন অনুশীলন থেকে নিষিদ্ধ করা যাবে না। ৩১শে মার্চ, ২০১৮ তারিখে ডাকা বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ পরিষদের সভায় এই সুপারিশটি অবশেষে গৃহীত হয়।

৮। আমরা শুনলাম আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী শেখর নাফাদে, ভারতের পক্ষে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল শ্রী কে কে ভেনুগোপাল, শ্রী অরবিন্দ ভার্মা, শ্রী এস আর সিং, শ্রী ভি শেখর এবং শ্রী সুকুমার পট্টাজোশি, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী এস এন ভাট, শ্রী সঞ্জয় কুমার পাঠক, ডঃ দীনেশ রতন ভরদ্বাজ, শ্রী ওম প্রকাশ অজিত সিং পরিহার এবং শ্রী এম এ চিন্নাস্বামী পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীরা।

৯। মূল বিষয় হল, সংসদ বা রাজ্য বিধানসভা/পরিষদ সদস্য থাকা অবধি বিধায়কদের আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করা থেকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে কি না? এই ধরনের অনুশীলনের কারণে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি লাভের পদের ভিত্তিতে বা অন্য কোনও কারণে সংশ্লিষ্ট সদনের সদস্য হিসাবে থাকার জন্য অযোগ্য হতে পারেন কিনা, যার ফলে সংবিধান বা সংসদ/রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনও আইন দ্বারা তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।

১০। এটা নিঃসন্দেহে যে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে আইনজীবীদের তালিকাভুক্তি এবং আইনজীবীদের পেশাগত আচরণের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব ও কর্তব্য দেওয়া হয়েছে। তবে আইনজীবী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে তা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এই অর্থে যেকোনো পেশায় অনুশীলন করার অধিকার একটি পরম অধিকার নয়। একই সাথে, এই বিধিনিষেধটি অবশ্যই ১৯৬১ সালের অ্যাডভোকেটস অ্যাক্টে অথবা এর অধীনে প্রণীত বিধিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত আইনের চতুর্থ অধ্যায় আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন করার অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। উক্ত আইনের ৪৯ ধারায় ভারতের বার কাউন্সিলকে আইনের অধীনে তার কার্য সম্পাদনের জন্য বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, উপ-ধারা (১) (ক) থেকে ১(ঞ) পর্যন্ত। উক্ত আইনের ১৬ (৩) এবং ৪৯ (১) (ছ) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে বার কাউন্সিল ইতিমধ্যেই অন্যান্য কর্মসংস্থানের উপর বিধিনিষেধ সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন করেছে। উক্ত বিধির ষষ্ঠ অংশের ধারা সপ্তম ধারাটি উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, যা এইভাবে লেখা আছে:

"ধারা VII-অন্যান্য কর্মসংস্থানের উপর ধারা

৪৭. একজন আইনজীবী ব্যক্তিগতভাবে কোনও ব্যবসায় জড়িত থাকতে পারবেন না; তবে তিনি ব্যবসা পরিচালনাকারী কোনও ফার্মের স্লিপ পার্টনার হতে পারেন তবে যদি উপযুক্ত রাজ্য বার কাউন্সিলের মতে, ব্যবসার প্রকৃতি পেশার মর্যাদার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ না হয়।

৪৮. একজন আইনজীবী কোনও কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক বা চেয়ারম্যান হতে পারেন, তবে শর্ত থাকে যে তাঁর কোনও দায়িত্ব নির্বাহী চরিত্রের নয়। একজন আইনজীবী কোনও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সচিব হবেন না।

৪৯. কোনও আইনজীবী কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং এই জাতীয় কোনও কর্মসংস্থান গ্রহণ করার পরে, বার কাউন্সিলকে বিষয়টি অবহিত করবেন যার রোলের উপর তাঁর নাম উপস্থিত রয়েছে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করা বন্ধ করে দেবেন যতক্ষণ না তিনি এই ধরনের চাকরিতে রয়েছেন।

[***][৬]

৫০. কোনও আইনজীবী যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে কোনও পারিবারিক ব্যবসায় বেঁচে থাকার মাধ্যমে সফল হয়েছেন, তিনি এটি চালিয়ে যেতে পারেন, তবে ব্যক্তিগতভাবে এর পরিচালনায় অংশ নিতে পারবেন না। তিনি এমন কোনও ব্যবসায় অন্যদের সাথে অংশীদারিত্ব চালিয়ে যেতে পারেন যা বেঁচে থাকা বা উত্তরাধিকার বা ইচ্ছার দ্বারা তাঁর কাছে এসেছে, তবে শর্ত থাকে যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এর পরিচালনায় অংশ নেন না।

৫১. একজন আইনজীবী পারিশ্রমিকের জন্য সংসদীয় বিল পর্যালোচনা করতে পারেন, বেতনে আইনি পাঠ্যপুস্তক সম্পাদনা করতে পারেন, সংবাদপত্রের জন্য প্রেস-ভেটিং করতে পারেন, আইনি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, প্রশ্নপত্র সেট এবং পরীক্ষা করতে পারেন; এবং বিজ্ঞাপন এবং পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানের বিরুদ্ধে বিধি সাপেক্ষে, সম্প্রচারে নিযুক্ত হতে পারেন,

৬ ভারতের বার কাউন্সিল কর্তৃক ২২শে জুন, ২০০১ তারিখের রেজোলিউশন নং ৬৫/২০০১ অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩ বাতিল করা হয়েছে, যা এইভাবে লেখা ছিল:

"এই বিধিের কোনও কিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও রাজ্য বা কোনও পাবলিক কর্পোরেশন বা আইন দ্বারা গঠিত সংস্থার আইন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যিনি আইনের ধারা ২৮ (২) (d) এবং ধারা ২৪ (১) (e) এর অধীনে প্রণীত তার রাজ্য বার কাউন্সিলের বিধি অনুসারে তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারী, যদিও তিনি একজন পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী।

এই বিধিের উদ্দেশ্যে আইন কর্মকর্তা বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে তার নিয়োগের শর্তাবলী অনুসারে মনোনীত করা হয়েছে এবং যিনি, উক্ত শর্তাবলী অনুসারে, যদি প্রয়োজন হয় তবে তার নিয়োগকর্তার পক্ষে আদালতে কাজ করতে এবং/অথবা যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেন।"

সাংবাদিকতা, বক্তৃতা এবং শিক্ষাদানের বিষয়, আইনি এবং অ-আইনি উভয়ই।

৫২. এই বিধিমালার কোনও কিছুই কোনও আইনজীবীকে রাজ্য বার কাউন্সিলের সম্মতি পাওয়ার পরে, খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান গ্রহণ করতে বাধা দেবে না, তবে শর্ত থাকে যে, রাজ্য বার কাউন্সিলের মতে, কর্মসংস্থানের প্রকৃতি তার পেশাগত কাজের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং পেশার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই বিধিটি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা কোনও নির্দেশের সাপেক্ষে হবে।"

১১। উপরের ৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য, বিধি ৪৯-এর কার্যকারিতা কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং শুধুমাত্র আবেদনকারী এবং হস্তক্ষেপকারীদের দ্বারা সেই বিধিটি কাজে লাগানো হয়েছে। কারণ, বিধি ৪৭ এমন একটি পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যেখানে আইনজীবী ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছেন, বিধি ৪৮ যখন আইনজীবী কোম্পানির পরিচালক বা চেয়ারম্যান হন, বিধি ৫০ প্রযোজ্য হয় যখন আইনজীবী পারিবারিক ব্যবসার উত্তরাধিকারী হন, বিধি ৫১ প্রযোজ্য হয় যখন আইনজীবী অন্যান্য নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত হন, বিধি ৫২ প্রযোজ্য হয় যখন একজন আইনজীবী খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান গ্রহণ করেন। এর মধ্যে কোনওটিই নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সবচেয়ে কাছের বিধানটি হল বিধি ৪৯, অর্থাৎ, যখন কোনও আইনজীবী কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হন।

১২। ধারা ৪৯ সতীশ কুমার শর্মার (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের সামনে বিবেচনার জন্য আসে। সেই ক্ষেত্রে, আবেদনকারী এল. এল. বি ডিগ্রি অর্জনের পরে এইচ. পি. রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডে সহকারী (আইনী) হিসাবে নিযুক্ত হন, যে পদটি পরে "আইন কর্মকর্তা গ্রেড ২" হিসাবে পুনরায় নকশা করা হয়েছিল। এছাড়াও, বোর্ড আবেদনকারীকে তার পক্ষে আইনজীবী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেয়। আবেদনকারীকে বার কাউন্সিল দ্বারা আইনজীবী হিসাবেও নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং সেই পক্ষে একটি শংসাপত্র জারি করা হয়েছিল, যার অগ্রগতিতে তিনি যখন প্রয়োজন হয় তখন বোর্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কিছু সময়ের পরে আবেদনকারীকে "আন্ডার-সেক্রেটারি (আইনী)-কাম-আইন কর্মকর্তা" হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল যার পদোন্নতির জন্য বার কাউন্সিল তার তালিকাভুক্তি বাতিল করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। উক্ত সিদ্ধান্তের ১০ অনুচ্ছেদে, চ্যালেঞ্জটি বিবেচনা করার সময়, এইভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

"১০. আইন পেশাকে একটি মহৎ পেশা বলা হয়। শুধুমাত্র আইন পেশা হিসেবে আখ্যা দিলেই এটি মহৎ থাকে না, যদি না একটি মহৎ পেশার ধারাবাহিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রত্যাশিত কর্মক্ষমতা থাকে। এর মহৎতা সংরক্ষণ,

সুরক্ষিত এবং প্রচার করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠান কেবল তার নামে বা তার অতীত গৌরবের উপর টিকে থাকতে পারে না। একটি প্রতিষ্ঠানের গৌরব এবং মহত্ত্ব তার অব্যাহত এবং অর্থপূর্ণ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে, মর্যাদা এবং মর্যাদার সাথে। আইন পেশা মহৎ এবং সম্মানজনক হওয়ায়, তাকে তার অর্থপূর্ণ, কার্যকর এবং উদ্দেশ্যমূলক কর্মক্ষমতা অব্যাহত রাখতে হবে, যা তার মহৎ, মর্যাদা, উপযোগিতা এবং মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চ এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং বিবেচনায় রেখে। তাই আইন এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলি, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, একই লক্ষ্যে, দেশে পরিষ্কার এবং দক্ষ বার বজায় রাখার জন্য, যা আবারও মহৎ, তা বজায় রাখার জন্য, তাদের প্রকৃত চেতনায় কার্যকর করা উচিত।

১৯ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে, আদালত বিবেচনাধীন মামলার তথ্য পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে:

" ১৯। এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে, আইন ৪৯-এর অনুচ্ছেদ ৩-এর অর্থের মধ্যে পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত কোনও আইন আধিকারিককে আইনজীবী হিসাবে নথিভুক্ত করার অধিকার প্রদানকারী কোনও বিধি উত্তরদাতার দ্বারা তৈরি করা হয়নি। এই ধরনের নথিভুক্তিকরণ আইনের ধারা ২৪ (১) (ঙ)-এর সঙ্গে পাঠ করা ধারা ২৮ (২) (ঘ)-এর অধীনে তৈরি বিধি থেকে আসতে হবে। অতএব, এটি অবশ্যই অনুসরণ করে যে, যদি এই বিষয়ে কোনও বিধি না থাকে, তবে কোনও অধিকার নেই। স্পষ্ট বা ইতিবাচক বিধিের অভাবে, আবেদনকারী ব্যতিক্রমের মধ্যে ফিট হতে পারে না এবং বিধি ৪৯-এর প্রথম অনুচ্ছেদে থাকা বারটি স্পষ্টভাবে হাইকোর্টের দ্বারা যথাযথভাবে অনুষ্ঠিত হিসাবে আকৃষ্ট হয়েছিল।.....

সংক্ষেপে আমরা দেখতে পাই যে আবেদনকারী একজন পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন/ছিলেন এবং তাঁর কাজ মূলত বা একচেটিয়াভাবে আদালতে কাজ বা আবেদন করার জন্য ছিল না। এছাড়াও, আদালতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে যেমন সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ জারি করার চ্যালেঞ্জ; সংবিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ, সংবিধিবদ্ধ আদেশ এবং বিজ্ঞপ্তি নির্মাণ, কোনও মামলা বা অন্যান্য আইনী/আধা-আইনী কার্যধারা প্রতিষ্ঠান/প্রত্যাহার ইত্যাদি। প্রদত্ত পরিস্থিতিতে আবেদনকারী তার নিয়োগকর্তার শৃঙ্খলামূলক এখতিয়ার এবং/অথবা বার কাউন্সিলের শৃঙ্খলামূলক এখতিয়ারের জন্য দায়বদ্ধ হতে পারেন। কর্তব্য এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকতে পারে। এই ধরনের ঘটনায়, আপিলকারীর একটি

আইনের আদালতে মামলা পরিচালনা করার জন্য লজ্জাজনক অবস্থান। তাছাড়া, বোর্ডের পক্ষ থেকে কিছু আদালতে মাঝেমধ্যে উপস্থিতি, এমনকি যদি তারা আমাদের মতে, বিধি ৪৯-এর অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে আপিলকারীকে "আইন কর্মকর্তা" অর্থের আওতায় আনতে পারে না। সুষমা সুরি বনাম জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি সরকার মামলার রায় আমাদের মতে, আপিলকারীর মামলাকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। এটি এমন একটি মামলা যেখানে জেলা বিচারক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে "বার থেকে" অভিব্যক্তির অর্থ বিবেচনার জন্য উঠে আসে যার জন্য আইনজীবী হিসেবে কমপক্ষে সাত বছরের জন্য স্থায়ী থাকার প্রয়োজন হয়। ধারা ২৩৩(২) এ "অ্যাডভোকেট" শব্দটি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার, পাবলিক কর্পোরেশন বা কোনও কর্পোরেট সংস্থার একজন আইন কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যিনি বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার বিধি ৪৯-এর ব্যতিক্রম অনুসারে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত এবং তার কর্মচারীর জন্য আদালতে অনুশীলন করছেন। উক্ত রায়ের অনুচ্ছেদ ১০ এ বলা হয়েছে: (এস সি সি পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৭)

"১০. বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বিধিমালার বিধি ৪৯-এর অধীনে, কোনও আইনজীবী কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন কর্মচারী হবেন না এবং এই ধরনের চাকরি গ্রহণ করার পরে, সংশ্লিষ্ট বার কাউন্সিলকে এই বিষয়ে অবহিত করবেন এবং যতদিন তিনি এই ধরনের চাকরিতে থাকবেন ততদিন অনুশীলন করা বন্ধ করে দেবেন। তবে, সরকার এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির আইন আধিকারিকদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করা হয়েছে, যদিও তিনি একজন পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী, যদি এই ধরনের আইন আধিকারিককে অন্যের পক্ষে আদালতে কাজ করতে বা আবেদন করতে হয়। বিধি ৪৯-এর অধীনে কেবলমাত্র অন্য শ্রেণীর চাকরিতে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে। বেতন প্রদানের শর্তেও সরকার বা কোনও কর্পোরেট সংস্থা দ্বারা তার আইন কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত কোনও আইনজীবী বিধি ৪৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে আইনজীবী হওয়া বন্ধ করবেন না যদি শর্ত থাকে যে এই ধরনের আইনজীবীকে নিয়োগকর্তার পক্ষে আদালতে কাজ করতে বা আবেদন করতে হবে। অতএব, পরীক্ষাটি এই নয় যে এই ব্যক্তি বেতনের শর্তে বা পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে নিযুক্ত আছেন কিনা, বরং তিনি আইনজীবী হিসাবে আদালতে তার পক্ষে কাজ করতে বা আবেদন করতে নিযুক্ত আছেন কিনা। মূল কথা হলো, এই আইন কর্মকর্তা কী কাজে নিযুক্ত ছিলেন

সরকার কর্তৃক - সে তার নিয়োগকর্তার পক্ষে আদালতে কাজ করে বা যুক্তি উপস্থাপন করে কিনা? যদি সে তার নিয়োগকর্তার পক্ষে কাজ করে বা যুক্তি উপস্থাপন না করে, তাহলে সে আর আইনজীবী থাকে না। যদি নিয়োগের শর্তাবলী এমন হয় যে তাকে কাজ করতে বা যুক্তি উপস্থাপন করতে হয় না, বরং অন্য ধরণের কাজ করে, তাহলে সে কেবল সরকার বা কর্পোরেট সংস্থার একজন কর্মচারী হয়ে ওঠে। অতএব, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া 'অ্যাডভোকেট' শব্দটিকে এমন একজন হিসেবে বুঝতে পেরেছে যিনি আসলে আদালতে অনুশীলন করছেন, যার মধ্যে সরকার বা কর্পোরেট সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত আইন কর্মকর্তাদেরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"

২০. উপরের অনুচ্ছেদে যেমন বলা হয়েছে যে পরীক্ষাটি নির্দেশ করে যে কোনও ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে আদালতে কাজ করতে বা আবেদন করতে নিযুক্ত কিনা এবং এই ব্যক্তি বেতন বা পারিশ্রমিক প্রদানের শর্তে নিযুক্ত কিনা তা নয়। সারমর্ম হল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এই ধরনের আইন কর্মকর্তা কী করেন।

২১. বর্তমান মামলায়, তাঁর কর্মসংস্থান সম্পর্কিত উপরে বর্ণিত তথ্যের পাশাপাশি একজন পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও একজন আইন আধিকারিককে আইনজীবী হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার অধিকার প্রদানকারী উত্তরদাতার দ্বারা প্রণীত বিধিের অভাবে, আবেদনকারী আইনজীবী হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার অধিকারী ছিলেন না। অতএব, আবেদনকারী পূর্বোক্ত রায়ের সুবিধা নিতে পারবেন না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩। এই আদালত ডঃ হানিরাজ এল চুলানি (উপরোক্ত)-র পূর্ববর্তী তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের কথাও উল্লেখ করেছে, যেখানে মহারাষ্ট্র ও গোয়ার রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বিধি ১ (১)-এ একজন যোগ্য ব্যক্তিকে আইনজীবী হিসাবে নথিভুক্ত হতে বাধা দেওয়া হয়েছে যখন তিনি ইতিমধ্যে অন্য একটি পূর্ণ-সময়ের পেশা অনুসরণ করছিলেন অর্থাৎ চিকিৎসা পেশা বিবেচনার জন্য আসে। উক্ত বিধানটির বৈধতাকে এই ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে এটি আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অত্যধিক প্রতিনিধিত্বের কুফলের কারণে ভুগছে এবং ভারতের সংবিধানের ১৯ (১) (ছ) অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী এবং এর উপ-অনুচ্ছেদ (৬) দ্বারা প্রদত্ত ছাড়ের আওতায় পড়ে না। এই বিধিের বৈধতা সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘনকারী হওয়ার ভিত্তিতেও অভিযুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত চ্যালেঞ্জটি বিবেচনা করার সময়, আদালত এই বিষয়টি লক্ষ্য করে যে রাজ্য বার কাউন্সিলগুলি বিধিের ভিত্তিতে,

নতুন প্রবেশকারীদের কাছ থেকে এই পেশায় আসার জন্য প্রত্যাশিত উচ্চ এবং 'নির্ভুল মানদণ্ড'-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শর্তাবলী বা বিধিনিষেধ। এই ধরনের বিধি-প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদানের ক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত নির্দেশিকাগুলি অন্তর্নিহিত যে শর্তাবলী অবশ্যই আইনজীবীর পেশাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর স্থাপন করার আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে যাতে একজন নতুন প্রবেশকারী যে মহৎ পেশায় ভর্তি হতে চান সেই পেশায় ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে ন্যায্যতা দিতে পারেন। অনুচ্ছেদ ২০-এ, আদালত এই প্রশ্নটি বিবেচনা করেছে যে অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্তি থেকে বৈধভাবে বঞ্চিত করা যেতে পারে কিনা। এই প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, আদালত এইভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে:

"২০.....আমাদের দৃষ্টিতে, আইন পেশার প্রকৃতি বিবেচনা করে (যার বিস্তারিত উল্লেখ আমরা আগে করেছি) রাজ্য বার কাউন্সিল এমন একটি বিধি তৈরি করতে পারে যেখানে এমন একজন পেশাদারের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে যিনি আইনি পেশার সাথে একই সাথে অন্য পেশা গ্রহণের উপর জোর দেন। যেমনটি আমরা আগে দেখেছি আইন পেশার জন্য পূর্ণকালীন মনোযোগ প্রয়োজন এবং একজন আইনজীবীকে একসাথে দুই ঘোড়ায় চড়তে - অথবা তার বেশি - সমর্থন করা উচিত নয়। তাকে পূর্ণকালীন আইনজীবী হতে হবে, না - মোটেও হতে হবে না.....

এটা স্পষ্ট যে, চিকিৎসা পেশাও একটি 'মর্যাদাপূর্ণ পেশা' হলেও, একজন ব্যক্তি একই সাথে একজন 'চিকিৎসক' এবং একজন 'অ্যাডভোকেট' হওয়ার জন্য জোর দিতে পারেন না। তার পক্ষ থেকে এই ধরনের জোর কেবল তার জন্যই নয়, বরং তার নিজের মক্কেল এবং রোগীদের জন্যও একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করবে। এটা সহজেই কল্পনা করা যায় যে আপিলকারীর মতো একজন অনুশীলনকারী সার্জনকে সকালে বা সন্ধ্যায় আদালতের সময়ের বাইরেও জরুরি অপারেশনে যোগ দিতে হতে পারে। অন্যদিকে, তার আইনি পেশার নির্দেশ অনুসারে তাকে পরের দিন আদালতে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য মামলাগুলি অধ্যয়ন করতে হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তার মনোযোগ বিভক্ত হয়ে যাবে। তিনি স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত হবেন যে সন্ধ্যায় অপারেশন টেবিলে রোগীর যত্ন নেবেন, নাকি তার আইনি পেশায় যোগ দেবেন এবং পরের দিনের জন্য মামলা প্রস্তুত করবেন এবং পরের দিন আদালতে মামলাগুলি কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য তার মক্কেলদের কাছ থেকে নির্দেশনা নেবেন। যদি তিনি একজন মূল পক্ষের আইনজীবী

হিসেবে তাকে পরের দিন আদালতে সাক্ষীদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার জন্য সন্ধ্যা এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত সময় কাটাতে হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে একজন অনুশীলনকারী আইনজীবী হিসেবে যদি তিনি আদালতের সময়ের পরে তার চেম্বারে তার মক্কেলদের কথা শোনেন এবং সেই সময়ে যদি তাকে জরুরি অপারেশনে যোগদান করতে হয়, তাহলে তার পক্ষে তার মক্কেলদের ছেড়ে অপারেশন থিয়েটারে রোগীর সেবা করতে যাবেন নাকি রোগীদের সেবা করতে অস্বীকৃতি জানাবেন তা বেছে নেওয়া খুব কঠিন হবে। যদি তিনি প্রথম বিকল্পটি বেছে নেন যা তার মক্কেলরা চিৎকার করবে, তাহলে তার মক্কেল হিসেবে প্রস্তুতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই এটি পরের দিন আদালতে তার কর্মক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে, যদি তিনি তার মক্কেলদের চাহিদা এবং তার আইনি কাজের প্রতি মনোযোগ দেন, তাহলে তার রোগীরা কষ্ট পেতে পারেন এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে একজন সার্জন হিসেবে তার বিশেষজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই তাদের জীবন হারাতেও পারেন। এভাবে সে দুটি পরস্পরবিরোধী আনুগত্যের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, একদিকে তার মক্কেলদের প্রতি আনুগত্য এবং অন্যদিকে তার রোগীদের প্রতি আনুগত্য। এক অর্থে সে উভয় জগতের সেরাটা পাওয়ার পরিবর্তে উভয় জগতের সবচেয়ে খারাপটা পাবে। এই ধরনের ব্যক্তি আইনজীবী এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে একই সাথে নাম লেখাতে আগ্রহী হবেন, তাই তিনি অতীতের 'ত্রিশঙ্কু'র মতো হবেন যিনি স্বর্গেও থাকবেন না, পৃথিবীতেও থাকবেন না। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে একজন আইনজীবীকে পরের দিন আদালতে যুক্তি উপস্থাপনের জন্য তার মামলা প্রস্তুত করার জন্য মধ্যরাতের তেল পোড়াতে হয়। আইনজীবীরা যখন আদালতে হাজির হন তখন প্রতিদিন পরীক্ষার মুখোমুখি হন। এটা এমন নয় যে আদালতের সময়ের পরে একজন আইনজীবীকে তার চেম্বারে তার পড়াশোনার টেবিলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় না, এমনকি তার মক্কেলদের উপস্থিতিতেও, যারা পরামর্শের জন্য উপলব্ধ থাকতে পারেন। একজন আইনজীবী হিসেবে তার সেরা পারফর্মেন্স তুলে ধরার জন্য তাকে তার পেশার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। তার আইন পেশার প্রতি এই ধরণের অসংযত মনোযোগ থেকে যেকোনো বিচ্যুতি অবশ্যই তার পেশাগত দক্ষতা এবং দক্ষতার উপর প্রভাব ফেলবে। যদি তাকে একই সাথে ডাক্তার হিসেবে অনুশীলন করার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তার আইনি পেশায় পূর্ণকালীন মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত হবে। ফলস্বরূপ, একজন ডাক্তারের পেশা যতই মর্যাদাপূর্ণ হোক না কেন, তাকে একই সাথে আইন অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া যাবে না, যা একটি পূর্ণকালীন পেশা। এটি নিশ্চিত করার জন্য যে আইনজীবিদের তাদের পেশার প্রতি পূর্ণকালীন

মনোযোগ এবং তাদের সেরাটা বের করে আনার লক্ষ্যে যাতে তারা আদালতের একজন কর্মকর্তা হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং ন্যায়বিচার প্রশাসনে তাদের সেরাটা দিতে পারে, এই 'আপত্তিকর বিধি' রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়েছে। অতএব, এটা বলা যাবে না যে এটি কোনওভাবেই স্বেচ্ছাচারী বা এটি 'পেশায় নতুন প্রবেশকারীর উপর একটি অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করে, যাকে একই সাথে অন্য কোনও পেশায় অনুশীলন না করতে বলা হয় এবং যদি সে তা করে তবে তাকে আইনি পেশায় প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র কৌঁসুলির দাখিল অনুসারে, কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলের বিধিে একজন আইনজীবীকে একই সাথে কোনও ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং এটি স্পষ্টভাবে কোনও যুগপত পেশার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তবে এগুলি পেশাদার আচরণের সাধারণ বিধি। পেশায় তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, আইনসভা কর্তৃক রাজ্য বার কাউন্সিলের উপর অর্পিত কাজটি সম্পূর্ণরূপে আইনসভা কর্তৃক নির্ধারিত, যেমনটি আইনের পরিকল্পনা বিবেচনা করার সময় আগে দেখা গেছে। রাজ্য বার কাউন্সিল কর্তৃক এই পেশায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য বিতর্কিত বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে অন্য কোনও পেশাদারকে বারে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, যখন তিনি অন্য পেশা ত্যাগ করতে চান না কিন্তু আইনী অনুশীলনের সাথে একই সাথে একই কাজ চালিয়ে যেতে চান, তখন বলা যায় না যে বার কাউন্সিল এই জাতীয় বিধি প্রণয়ন করে সম্ভাব্য আইনজীবি আইনজীবিদের মৌলিক অধিকারের উপর কোনও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

এইভাবে বলার পরে, ২১ অনুচ্ছেদে আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"২১। আমাদের দৃষ্টিতে, বিতর্কিত বিধিটি পেশাদার ব্যক্তির অন্য কোনও পেশা গ্রহণ এবং এই ধরণের পেশা অব্যাহত রাখার অধিকারের উপর কোনও 'অযৌক্তিক বাধা' আরোপ করে না, যদিও এটি এই ধরণের ব্যক্তির আইনি পেশায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। যদি আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীর যুক্তি সমর্থনযোগ্য হয় এবং অন্য কোনও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিকে আইনের ডিগ্রি অর্জন করে এবং ধারা ২৪ এর অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে আইনি পেশায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এমনকি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরাও,

প্রকৌশলী এবং স্থপতিরাও যুক্তিসঙ্গতভাবে বলবেন যে আদালতের সময় তারা আইন অনুশীলন করবেন এবং আদালতের সময়সীমার বাইরেও একই সাথে তাদের অন্যান্য পেশা চালিয়ে যাবেন। যদি একই সাথে একাধিক পেশায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক পেশাদারদের এই ধরণের অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে আইন পেশার সদস্যদের কাছ থেকে যে অদম্য নিষ্ঠার প্রত্যাশা করা হয় তা অবশ্যই বিরূপভাবে প্রভাবিত হবে। রাজ্য বার কাউন্সিল গঠনকারী আইন পেশার প্রতিনিধি নির্বাচিত সহকর্মীরা যদি তাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে দ্বৈত পেশার এই ধরণের প্রবেশাধিকার আইন পেশায় প্রবেশ না করাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে বলা যাবে না যে তারা অযৌক্তিক কিছু করেছেন অথবা একটি স্বেচ্ছাচারী বা অযৌক্তিক বিধি তৈরি করেছেন।"

" ১৪. উপরে উল্লিখিত এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের ব্যাখ্যাটি অকাট্য। তবে, প্রশ্নটি হল যে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রণীত বিধিগুলির অধীনে আরোপিত বিধিনিষেধগুলি নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি বা বিধায়কদের অন্তর্ভুক্ত করে কিনা। পূর্বোক্ত হিসাবে, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা প্রণীত নিকটতম বিধিটি হল বিধি ৪৯। তবে, বিধি ৪৯ প্রযোজ্য যেখানে কোনও আইনজীবী কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী। নিঃসন্দেহে, বিধায়কদের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে চিহ্নিত বা চিহ্নিত করা যায় না, নির্দিষ্ট সত্তার তুলনায় অনেক কম। কারণ, নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারীর কোনও সম্পর্ক নেই। বিধায়কদের (এমপি/এমএলএ/এমএলসি) মর্যাদা হাউস (সংসদ/রাজ্য বিধানসভা) এর সদস্যের। ১৯৫৪ সালের আইনের অধীনে বেতন বা উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত প্রাসঙ্গিক বিধিগুলির অধীনে বিভিন্ন ভাতা পাওয়ার ফলে সরকার ও বিধায়কদের মধ্যে নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীর সম্পর্ক তৈরি হয় না, যদিও বেতনের নামে তাদের প্রাপ্ত অর্থের বিবরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে, বিধায়কদের সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয়, তবে তাদের মর্যাদা সুই জেনেরিস এবং অবশ্যই কোনও ব্যক্তি, সরকার, সংস্থা, কর্পোরেশন বা কনসেমের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীদের মধ্যে একজন নয়, এমনকি সাধারণ ধারা আইনে "ব্যক্তি" শব্দটির বিস্তৃত সংজ্ঞাও কোনও কাজে আসবে না। "কর্মসংস্থান" শব্দটি একটি বিস্তৃত অভিব্যক্তি হতে পারে তবে সাংবিধানিক পরিকল্পনার কথা বিবেচনা করে, নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে বিধায়করা সংসদ/বিধানসভা বা কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে একটি আসন দখল করেন তবে তারা নন,

পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে, যেমন, পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীরা। তারা একটি বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত থাকে যতক্ষণ না সদনটি ভেঙে দেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক বা বিশেষাধিকার ব্যবস্থা গ্রহণের অর্থ এই নয় যে তাদের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একইভাবে, কার্য পরিচালনার জন্য সভায় বিধায়কদের অংশগ্রহণ, কোনও মানদণ্ডের দ্বারা কোনও নিয়োগকর্তাকে প্রদত্ত পরিষেবা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। একজন বিধায়ক হওয়া বন্ধ করে দেয়, কেবল তখনই যখন সভাটি ভেঙে দেওয়া হয় বা বিধায়ক হিসাবে থাকার অযোগ্যতার কারণে তিনি পদত্যাগ করেন বা আসনটি খালি করেন। অতএব, কোনও মানদণ্ডেই ৪৯ নম্বর বিধিটি সামগ্রিকভাবে বিধায়কদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। ফলস্বরূপ, বিধায়কদের কর্তব্যের প্রকৃতি এমন কি যে এটি একটি পূর্ণ-সময়ের কাজে জড়িত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আইনি পেশার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থানে থাকবে না, এই প্রশ্নটি বিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই। এটি বার কাউন্সিলের বিবেচনা করার বিষয়।

১৫. ১৯৬১ সালের আইন বা এর অধীনে প্রণীত বিধিমালায় এমন কোনও সুস্পষ্ট বিধান নেই যা থেকে বোঝা যায় যে নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের, যথা, এম. পি. এস/এম. এল. এ/এম. এল. সি-দের আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বিধিনিষেধের অভাবে, নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের সাংসদ/এম. এল. এ/এম. এল. সি থাকাকালীন সময়ে অনুশীলন করা থেকে বিরত রাখা এই আদালতের পক্ষে উন্মুক্ত নয়। ৪৯ নং বিধিটি এই ভিত্তিতে বাতিল করাও সম্ভব নয় যে উল্লিখিত শ্রেণীর ব্যক্তিদের তার সুইপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সমান বা অসমের মধ্যে বৈষম্যের ক্ষেত্রে সমান আচরণ করা হচ্ছে না। ডঃ হানিরাজ এল-এর ক্ষেত্রে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার দায়িত্ব হল বিধি প্রণয়ন করা যাতে যথাযথ বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। আজ অবধি, নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করতে বাধা দেওয়ার জন্য কোনও বিধি তৈরি করা হয়নি। অন্যদিকে, বার কাউন্সিল একটি দ্ব্যর্থহীন অবস্থান নিয়েছে যে বিধায়ক হওয়া আইন অনুশীলন করার অযোগ্য নয়।

১৬. এম করুণানিধির (উপরোক্ত) সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে, আদালতকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১ (১২) ধারার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল যেখানে "সরকারি কর্মচারী" অভিব্যক্তিটি কোনও ব্যক্তিকে বোঝানোর জন্য সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা তাতে নির্দিষ্ট কোনও বর্ণনার অধীনে পড়ে। ধারা ২১-এর প্রকরণ (১২) অনুসারে, "সরকারের বেতন" বা ফি বা কমিশন দ্বারা পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত প্রতিটি ব্যক্তি

সরকার কর্তৃক যে কোনও সরকারি দায়িত্ব পালন। সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে প্রশ্ন ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রীকে কোনও অর্থে সরকারি কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা হয় কিনা। আদালত উল্লেখ করেছে যে যদিও মুখ্যমন্ত্রী কঠোরভাবে সরকারের সেবায় থাকতে পারেন না যা নিঃসন্দেহে মালিক ও কর্মচারীর সম্পর্ককে বোঝায় যেখানে নিয়োগকর্তা বেতন বা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কর্মচারীকে নিয়োগ করেন; কিন্তু তারপর আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে আইপিসির ধারা ২১ (১২)-এর দ্বিতীয় অংশটি যতদূর পর্যন্ত সমন্বিত হয় ততদূর পর্যন্ত এটি "সরকারের বেতনে" পূর্বাভাস দেয়। এর পরিধি এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, এমনকি সরকারি কর্মচারী যিনি তাঁর প্রভুর কাছ থেকে বেতন গ্রহণকারী বিধিিত কর্মচারী নাও হতে পারেন। আদালত তখন সাংবিধানিক পরিকল্পনা বিবেচনা করতে এগিয়ে যায় যার অধীনে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপাল দ্বারা "নিযুক্ত" করা হয় এবং সেই পদে তাঁর দ্বারা সম্পাদিত দায়িত্বগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়। আদালত যখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে "নিয়োগ" করেন এবং আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে তাকে বেতনও দেওয়া হয়, তখন সরকারী তহবিল থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে মুখ্যমন্ত্রী "সরকারের বেতনে" একজন ব্যক্তি হন যাতে তিনি আইপিসি-এর ধারা 21-এর প্রকরণ (12) এর মধ্যে পুরোপুরি পড়েন।

১৭। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, আমরা নির্দিষ্ট সত্তার "একজন পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী" অভিব্যক্তিটি নিয়ে কাজ করছি যেমনটি বিধি ৪৯-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক সময়কালে আইন প্রণেতা থাকাকালীন একজন আইনজীবীকে আইন অনুশীলন থেকে বিরত রাখার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি। আইন প্রণেতাদের (এমপি/এমএলএ/এমএলসি) ক্ষেত্রে, তারা একটি অনন্য পদে অধিষ্ঠিত। তারা নিযুক্ত হন না বরং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। সংসদে আসন গ্রহণের আগে তাদের রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল কর্তৃক শপথ গ্রহণ করতে হয়, তার অর্থ এই নয় যে তারা রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন, যেমন প্রধানমন্ত্রী/মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে হয়। ৯৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদের যেকোনো কক্ষের প্রতিটি সদস্য, আসন গ্রহণের আগে রাষ্ট্রপতি অথবা তার দ্বারা নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির সামনে তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত ফর্ম অনুসারে শপথ গ্রহণ এবং স্বাক্ষর করবেন। শপথের ধরণ থেকে বোঝা যায় না যে, রাষ্ট্রপতি সদস্যকে সেভাবে নিযুক্ত করেন। অধিকন্তু, সংবিধানের ১০১ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত পরিস্থিতিতেই আইন প্রণেতারা তার আসন ত্যাগ করেন। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে নির্বাচিত হওয়ার এবং সংসদের

যেকোনো কক্ষের সদস্য হওয়ার জন্য অযোগ্যতার বিধান রয়েছে।আইন প্রণেতাদের ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১০৫ তাদের ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে, ভারতের সংবিধান ৭৮ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তাদের কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। এটা লক্ষ্য করা যথেষ্ট যে এম. করুণানিধির ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাটি (উপরোক্ত) বিধি ৪৯ এর তাৎপর্য বিবেচনা করার সময় কোন কাজে আসবে না, যা আইনজীবী যখন কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, সরকার, কর্পোরেশন বা সংস্থার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী হন তখন প্রযোজ্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০৬ এবং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে বিধায়করা একত্রিত তহবিল থেকে বেতন এবং ভাতা গ্রহণ করেন, তা এই সত্য অনুসরণ করে না যে সরকারের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী (গুলি) সাথে সম্পর্ক তৈরি হয়। বিধায়করা একত্রিত তহবিল থেকে বেতন, ভাতা বা পেনশনের আকারে অর্থ প্রদান করেন, নির্দিষ্ট সত্তার পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারী না হওয়া পর্যন্ত, তাদের আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। তারা কেবলমাত্র সেই আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাগুলির প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য হিসেবে থাকবেন যেখান থেকে তারা নির্বাচিত হয়েছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত সংসদ ভেঙে দেওয়া হয় অথবা যদি তিনি পদত্যাগ করেন, আইন অনুসারে অযোগ্যতার কারণে আসনটি খালি করেন।

১৮। এরপরে যুক্তিটি সাংবিধানিক নৈতিকতা, ইতিবাচক সমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতার নীতির উপর এগিয়ে যায়। যুক্তিতর্কের সময়, এই আদালতের বক্তব্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল মনোজ নরুলা বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন[৭], জাতীয় রাজধানী অঞ্চল দিল্লি সরকার বনাম ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[৮], এবং কৃষ্ণমূর্তি বনাম শিবকুমার এবং অন্যান্যরা[৯]। এই যুক্তিটি কার্যত জোর দিয়ে বলা হয় যে, আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করা বিধায়করা দ্বন্দ্ব, স্বার্থ সহ পেশাদার অসদাচরণের জন্য দোষী। এটি একটি ব্যাপক মন্তব্য। কারণ, এটি স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা পেশাদার অসদাচরণের মামলা কিনা তা প্রতিটি মামলার তথ্যের উপর নির্ভর করবে। সেই সত্যটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে। কেবল বিধায়ক হওয়ার মর্যাদার কারণে এই বিষয়ে কোনও অনুমান করা যায় না। পেশাদার আচরণ এবং শিষ্টাচারের মানগুলি বার কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বারা ষষ্ঠ অংশে প্রণীত বিধিগুলিতে চিত্রিত করা হয়েছে, যা আইনটির ধারা ৪৯ (১) (গ) এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলির সাথে সম্পর্কিত। এর প্রাসঙ্গিক অংশটি এইভাবে পড়েঃ

৭ (২০১৪) ৯ এস সি সি ১

৮ রায় প্রদান করা হয় ৪ জুলাই, ২০১৮, ২০১৭ সালের দেওয়ানি আপিল নং ২৩৫৭-এ; (২০১৮) ৮ স্কেল ৭২

৯ (২০১৫) ৩ এস সি সি ৪৬৭

"দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশাগত আচরণ এবং শিষ্টাচারের মানদণ্ড

[আইনের ৪৯ (১) (গ) ধারার অধীনে প্রবিধানের সাথে পঠিত বিধি]

প্রস্তাবনা

একজন আইনজীবী, সর্বদা, আদালতের একজন কর্মকর্তা, সম্প্রদায়ের একজন সুবিধাপ্রাপ্ত সদস্য এবং একজন ভদ্রলোক হিসাবে তার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আচরণ করবেন, মনে রাখবেন যে যে ব্যক্তি বারের সদস্য নন, বা বারের কোনও সদস্যের জন্য তার অ-পেশাদার ক্ষমতার জন্য যা বৈধ এবং নৈতিক হতে পারে তা এখনও কোনও আইনজীবীের পক্ষে অনুপযুক্ত হতে পারে। পূর্ববর্তী বাধ্যবাধকতার সাধারণতার প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই, একজন আইনজীবী নির্ভীকভাবে তাঁর মক্কেলের স্বার্থকে সমর্থন করবেন এবং তাঁর আচরণে অক্ষর ও আত্মা উভয় ক্ষেত্রেই উল্লিখিত বিধিগুলির সাথে সামঞ্জস্য রাখবেন, এখানে উল্লিখিত বিধিগুলিতে সাধারণ নির্দেশিকা হিসাবে গৃহীত আচরণের বিধি এবং শিষ্টাচার রয়েছে; তবুও এর নির্দিষ্ট উল্লেখটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা হলেও অন্যান্য সমানভাবে অপরিহার্য অস্তিত্বের অস্বীকার হিসাবে বিবেচিত হবে না।

ধারা।- আদালতের কর্তব্য

XXX XXX,

ধারা ॥-গ্রাহকের প্রতি কর্তব্য

১১। একজন আইনজীবী আদালত বা ট্রাইবুনেলে বা অন্য কোনও কর্তৃপক্ষের সামনে যে কোনও সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করতে বাধ্য যার মধ্যে বা তার আগে তিনি বারে তাঁর অবস্থান এবং মামলার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফি দিয়ে অনুশীলন করার দাবি করেন। বিশেষ পরিস্থিতি একটি নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে।

১২। একজন আইনজীবী সাধারণত একবার গৃহীত হওয়ার পরে, পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই এবং মক্কেলকে যুক্তিসঙ্গত ও পর্যাপ্ত নোটিশ না দেওয়া পর্যন্ত ব্যস্ততা থেকে সরে আসবেন না। কোনও মামলা থেকে প্রত্যাহার করার পরে, তিনি ফি-এর এমন অংশ ফেরত দেবেন যা অর্জিত হয়নি।

১৩। একজন আইনজীবীর এমন কোনও মামলায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করা বা হাজির হওয়া উচিত নয় যেখানে তার বিশ্বাস করার কারণ আছে যে তিনি একজন সাক্ষী হবেন এবং যদি কোনও মামলায় জড়িত থাকেন, তাহলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি একজন সাক্ষী

প্রকৃতপক্ষে একটি বস্তুগত প্রশ্ন, যদি তিনি তার মক্কেলের স্বার্থকে বিপন্ন না করে অবসর নিতে পারেন তবে তার আইনজীবী হিসাবে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়।

১৪। একজন আইনজীবী তার বাগদানের শুরুতে এবং তার অব্যাহত থাকার সময় দলের সাথে তার সংযোগ এবং বিতর্ক সম্পর্কে বা তার সম্পর্কে যে কোনও আগ্রহ সম্পর্কিত তার মক্কেলের কাছে এমন সমস্ত সম্পূর্ণ এবং খোলাখুলি প্রকাশ করবেন যা তাকে জড়িত করার বা বাগদান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে তার মক্কেলের রায়কে প্রভাবিত করতে পারে।

১৫। নিজের বা অন্য কোনও অপ্রীতিকর পরিণতি বিবেচনা না করে সমস্ত ন্যায্য ও সম্মানজনক উপায়ে তার মক্কেলের স্বার্থকে নির্ভীকভাবে সমর্থন করা একজন আইনজীবীের কর্তব্য হবে। তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত নির্বিশেষে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করবেন, মনে রাখবেন যে তার আনুগত্য আইনের প্রতি যা প্রয়োজনীয় যে পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত নয়।

১৬। ফৌজদারি বিচারে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষে উপস্থিত একজন আইনজীবী মামলা পরিচালনা করবেন যাতে নির্দোষের দোষী সাব্যস্ত না হয়। অভিযুক্তের নির্দোষতা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম উপাদানের দমন কঠোরভাবে এড়ানো হবে।

১৭। একজন আইনজীবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১২৬ ধারা দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করবেন না।

১৮। কোনও সময়েই কোনও আইনজীবী মামলা দায়েরের পক্ষ হতে পারবেন না।

১৯। একজন আইনজীবী তার মক্কেল বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কোনও ব্যক্তির নির্দেশে কাজ করবেন না।

২০। কোনও আইনজীবী মামলা-মোকদ্দমার ফলাফলের উপর নির্ভর করে কোনও ফি নির্ধারণ করবেন না বা তার কার্যধারা ভাগ করে নিতে রাজি হবেন না।

২১। কোনও আইনজীবী কোনও কার্যকরী দাবির ক্ষেত্রে কোনও শেয়ার বা সুদ কিনবেন না বা লেনদেন করবেন না বা শর্ত দেবেন না বা গ্রহণ করতে রাজি হবেন না। এই বিধির কোনও কিছুই স্টক, শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার বা সরকারী সিকিউরিটিজ বা কোনও উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যা আপাতত আইন বা কাস্টম দ্বারা আলোচনার যোগ্য, বা পণ্যের মালিকানা সম্পর্কিত কোনও বাণিজ্যিক নথির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২২। কোনও আইনজীবী, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাঁর নিজের নামে বা অন্য কোনও নামে, তাঁর নিজের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনও ব্যক্তির সুবিধার জন্য, কোনও মামলা, আপিল বা অন্য কোনও কার্যধারায় ডিক্রি বা আদেশ কার্যকর করার সময় বিক্রি করা কোনও সম্পত্তির জন্য বিড করবেন না বা কিনবেন না, যেখানে তিনি কোনওভাবেই পেশাদারভাবে নিযুক্ত ছিলেন। তবে, এই নিষেধাজ্ঞা কোনও আইনজীবীকে তাঁর মক্কেলের জন্য এমন কোনও সম্পত্তির জন্য বিড করতে বা কিনতে বাধা দেয় না, যার জন্য তাঁর মক্কেল নিজেই আইনত বিড করতে পারেন বা ক্রয় করতে পারেন, তবে শর্ত থাকে যে আইনজীবী এই পক্ষে লিখিতভাবে স্পষ্টভাবে অনুমোদিত।

২২এ। কোনও আইনজীবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আদালতের নিলামে দরপত্র দেবেন না বা নিজের নামে বা অন্য কোনও নামে নিজের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনও ব্যক্তির সুবিধার জন্য বিক্রয়, উপহার, বিনিময় বা অন্য কোনও স্থানান্তর পদ্ধতির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করবেন না, এমন কোনও সম্পত্তি যা কোনও মামলা আপিল বা অন্য কোনও কার্যধারার বিষয় যা তিনি কোনওভাবেই পেশাদারভাবে নিযুক্ত রয়েছেন।

২৩। একজন আইনজীবী মক্কেলের প্রতি তার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার বিপরীতে তার মক্কেলের দ্বারা প্রদেয় ফি সামঞ্জস্য করবেন না, যা একজন আইনজীবী হিসাবে তার নিয়োগের সময় দায়বদ্ধতার উদ্ভব হয় না।

২৪। একজন আইনজীবী এমন কিছু করবেন না যার মাধ্যমে তিনি তার মক্কেলের দ্বারা তার প্রতি প্রদর্শিত আস্থার অপব্যবহার বা সুযোগ নেবেন।

২৫। একজন আইনজীবীের মক্কেলের উপর অর্পিত অর্থের হিসাব রাখা উচিত এবং মক্কেলের কাছ থেকে বা তার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ, তার জন্য ব্যয় করা ব্যয় এবং সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ সহ ফি-এর কারণে করা ডেবিটগুলি অ্যাকাউন্টগুলিতে দেখানো উচিত।

২৬। যেখানে কোনও মক্কেলের কাছ থেকে বা তার কারণে অর্থ গ্রহণ করা হয়, সেই অ্যাকাউন্টে থাকা এন্ট্রিতে ফি বা ব্যয়ের জন্য অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে একটি উল্লেখ থাকা উচিত এবং কার্যধারা চলাকালীন, কোনও আইনজীবী, সংশ্লিষ্ট মক্কেলের লিখিত সম্মতি ব্যতীত, ব্যয়ের কোনও অংশ ফি-এর দিকে সরিয়ে নেওয়ার স্বাধীনতা পাবেন না।

২৭। যেখানে তার মক্কেলের পক্ষ থেকে কোনও পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা হয় বা তাকে দেওয়া হয়, সেই রসিদ সম্পর্কে মক্কেলকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবহিত করতে হবে।

২৮। কার্যধারা সমাপ্তির পর, আইনজীবী প্রদত্ত অর্থমূল্য থেকে অব্যবহৃত অবশিষ্ট যে কোনও পরিমাণ অর্থ অথবা সেই কার্যধারায় তাঁর হাতে আসা যে কোনও পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন।

২৯। যেখানে ফি নিষ্পত্তি না করে রাখা হয়েছে, সেখানে যে কার্যধারার জন্য তিনি নিযুক্ত ছিলেন, সেই কার্যধারার অবসানের পর মক্কেলের হাতে থাকা যে কোনও অর্থ থেকে, আদালতের বিধি অনুসারে প্রদেয় ফি, যা ততদিনে কার্যকর ছিল, কেটে নেওয়ার অধিকারী হবেন এবং বকেয়া, যদি থাকে, মক্কেলকে ফেরত দেওয়া হবে।

৩০। গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের একটি অনুলিপি অনুরোধের ভিত্তিতে তাকে সরবরাহ করা হবে যদি প্রয়োজনীয় অনুলিপি চার্জ প্রদান করা হয়।

৩১। কোনও আইনজীবী এমন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না যার মাধ্যমে তাঁর হাতে থাকা তহবিল ঋণ হিসাবে রূপান্তরিত হয়।

৩২। একজন আইনজীবী তার মক্কেলকে এমন কোনও পদক্ষেপ বা আইনি কার্যধারার উদ্দেশ্যে অর্থ ধার দেবেন না যেখানে তিনি এই ধরনের মক্কেলের দ্বারা নিযুক্ত রয়েছেন।

ব্যাখ্যাঃ-একজন আইনজীবীকে এই বিধি লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে না, যদি অবশ্যই একটি মুলতুবি মামলা বা কার্যধারা হয়, এবং সেই বিষয়ে মক্কেলের সাথে কোনও ব্যবস্থা না করে, আইনজীবী আদালতের বিধিের কারণে মক্কেলের কারণে কার্যধারার মামলার অগ্রগতির জন্য আদালতে অর্থ প্রদান করতে বাধ্য বোধ করেন।

৩৩। যে কোনও সময়ে যে কোনও মামলা, আপিল বা অন্য কোনও বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বা কোনও পক্ষের পক্ষে আবেদন করেছেন, বা কোনও পক্ষের পক্ষে কাজ করেছেন এমন কোনও আইনজীবী বিপরীত পক্ষের পক্ষে কাজ করবেন না, উপস্থিত হবেন না বা আবেদন করবেন না।

XXX XXX XXX "

ফলস্বরূপ, পেশাদার অসদাচরণের মামলাটি মামলা ভিত্তিতে আবেদন করতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে।

১৯। সুতরাং, শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট আইনজীবী একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার কারণে, তিনি পেশাগত অসদাচরণের সাথে জড়িত নন। একইভাবে, বিচারক(দের) বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব আনার জন্য আইন প্রণেতাদের (এমপিদের) উপর ক্ষমতা প্রদান

সাংবিধানিক আদালতের কোনও সিদ্ধান্তের ফলে স্বার্থের সংঘাত বা সাংবিধানিক নৈতিকতা বা প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতা প্রভাবিত হয় না। মূল আবেদনে দাবি করা ত্রাণের প্রেক্ষাপটে, আমরা অন্যান্য যুক্তিগুলি আরও বিস্তৃত করতে চাই না যে ভারতের এমন নিবেদিতপ্রাণ এবং পূর্ণকালীন আইন প্রণেতাদের প্রয়োজন, যারা আহ্বান জানানো হলে সমস্ত কর্মদিবসে আন্তরিকভাবে সংসদে উপস্থিত থাকবেন। কারণ, আমাদের বিবেচনা করা সীমিত প্রশ্নটি হল আইন প্রণেতারা কি সংশ্লিষ্ট সময়কালে আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন করতে পারবেন এবং নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। আইনজীবীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বিদ্যমান আইনী বিধানের ভিত্তিতে এর উত্তর দেওয়া যেতে পারে। কল্পনা মেহতা বনাম ভারত ইউনিয়ন[১০] যেমন দেখা গেছে, আদালত আইনসভার উপর অর্পিত কার্যাবলী দখল করতে পারে না। অন্য কথায়, আইনজীবী হিসেবে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক আরোপিত কোনও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ছাড়া, আবেদনকারীর দাবি করা ত্রাণ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০। সংক্ষেপে, আমরা মনে করি যে ১৯৬১ সালের আইন এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির বিধানগুলি প্রাসঙ্গিক সময়ের মধ্যে বিধায়কদের আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করার জন্য কোনও বিধিনিষেধ স্থাপন করে না। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া দ্বারা প্রণীত নিকটতম বিধিটি হল বিধি ৪৯, যা নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের জন্য কোনও প্রয়োগ নেই কারণ তারা কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, সরকার, কর্পোরেশন বা কনসেমের পূর্ণকালীন বেতনভোগী কর্মচারীর বিভাগে পড়ে না। যেহেতু প্রাসঙ্গিক সময়কালে বিধায়কদের আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করতে নিষেধ বা সীমাবদ্ধ করার কোনও স্পষ্ট বিধান নেই, তাই তাদের আইনজীবী হিসাবে অনুশীলন করতে বাধা দেওয়ার জন্য ত্রাণ দেওয়ার প্রশ্ন, যেমন প্রার্থনা করা হয়েছিল, গ্রহণ করা যায় না। এমনকি বিধি ৪৯-কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার বিকল্প স্বস্তিও আমাদের কাছে প্রশংসনীয় নয়। এখন পর্যন্ত, বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তার অবস্থান স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে বিধায়কদের উপর এ জাতীয় কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যাবে না। ফলস্বরূপ, এই রিট পিটিশনে দাবি করা স্বস্তিগুলি যোগ্যতার অযোগ্য।

২১. তদনুসারে, এই রিট পিটিশনটি খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হয় এবং এর ফলস্বরূপ, অন্তর্বর্তী আবেদনগুলিও নিষ্পত্তি করা হয়।

দিব্যা পান্ডে রিট পিটিশন খারিজ

১০ (২০১৮) ৭ এস সি সি ১

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Xavier Murmu